সবুজ রাক্ষস

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥সবুজ রাক্ষস॥

একদিন রাত্রিকালে আমি শয়ন করিয়া আছি। অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত আছি! বাহির-বাটিতে আমার ঘর, আর ভিতরবাটিতে পাল মহাশয়ের ঘর,—এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল, সেই দেয়ালের ঠিক গায়ে আমার বিছানা ছিল। সহসা পাল মহাশয়ের দিক হইতে দেয়ালের গায়ে গুপ-গুপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শুইয়া শুইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে শব্দ করে?'

তাঁহার ঘর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে এস। বিশেষ প্রয়োজন আছে। গোল করিও না।

আমি উঠিয়া প্রথমে ঘড়িতে দেখিলাম যে রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দ্বার খুলিয়া আমি বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয়ও সেই সময় আপনার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দ্বারের খিল খুলিলেন। আমার দিকে সেই দ্বার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। পাল মহাশয় আমাকে সেই শৃঙ্খল খুলিতে বলিলেন। আমি শৃঙ্খল খুলিলাম। ভিতর বাটি এক হইয়া গেল। এই সময় আমি দেখিতে পাইলাম। যে, লাঠি ধরিয়া কে একজন অতি ধীরে ধীরে পাল মহাশয়ের সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার উপক্রম করিতেছে, আর প্রদীপ হাতে লইয়া পাল মহাশয়ের গৃহিণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ভালরূপে দেখিয়া আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে নিয়োগীর পীড়িত পুত্র। শয্যাশায়ী মরণাপন্ন রোগী এত রাত্রিতে কেন যে আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম।

BANGLADARSHAN.COM

পাল মহাশয় চুপি-চুপি আমাকে বলিলেন, "আস্তে কথা কহিও। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ঘরের ভিতর এস। তাহার পর সকল কথা তোমাকে বলিব।'

পাল মহাশয়ের আজ্ঞায় বারান্দার দ্বারে খিল দিয়া নিঃশব্দে আমি তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলাম। পাঁচ ছয় পা গিয়াই পাল মহাশয়ের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়-সর্বনাশ! চাহিয়া দেখি, তাঁহার ঘরের ভিতর এক রাক্ষস! ঘরের মাঝখানে মাদুরের উপর আসন-পিঁড়ি রাক্ষস মহাশয় গট্ হইয়া বসিয়া আছেন। আরও আশ্চর্য কথা, লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া পাল মহাশয়ের কন্যা সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে।

ভয়ে আমার পা থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, আর কিছু নয়, পাল মহাশয় এই রাক্ষসকে আপনার জামাতা করিয়াছেন। জল-খাবার স্বরূপ আমার দেহটি তাহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত এই ঘোর রাত্রিতে তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

যাহা হউক, আমি তাঁহার ঘরের ভিতর আর প্রবেশ করিলাম না। প্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পালইবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, 'কোথা যাও?'

আমি তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া আমি বলিলাম, আমি একেলা মায়ের একেলা ছেলে! দোহাই আপনার।

পাল মহাশয় বলিলেন, 'সে আবার কী?'

আমি বলিলাম, 'দোহাই আপনার! আপনার উনি জামাতা, উনি বোধহয় বিভীষণের প্রপৌত্র! উনি দেবতা! আমাকে খাইয়া উনি সুখ পাইবেন না। উনি বরং আসিয়া টিপিয়া দেখুন, আমার গায়ে মাংস নাই, আমার গায়ে সব হাড়।'

পাল মহাশয় বলিলেন, 'এ বলে কী!'

আমি বলিলাম, 'আমাকে ছাড়িয়া দিন। রাক্ষস মহাশয়ের নিমিত্ত আমি ভাল মোটা তাজা মানুষ ডাকিয়া আনিতেছি। তাহার কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস মহাশয় পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। জামাতার আদর করিয়া আপনিও সন্তোষ লাভ করিবেন;—আমাকে খাইয়া তাঁহার সুখ হইবে না। এ চাষার মাংস। স্বহস্তে আমরা চাষ করি। আমাদের মাংস শুষ্ক ও কঠিন,—ঠিক দড়ির মত। দোহাই আপনার।'

BANGLADARSHAN.COM

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'তোমাকে আর কী বলিব! তুমি মানুষ না কী তাহাই আমি বুঝতে পারি না। রাক্ষস আবার কোথায়? আমার এত বয়স হইয়াছে, কিন্তু রাক্ষস আমি কখনও দেখি নাই। ইনি আমার পুত্র। বিপদে পড়িয়া আমার পুত্রকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। এই যে পরচুলের গোঁফ আর এই যে মুখোস,—যাহা দেখিয়া তুমি এত ভয় পাইয়াছ।'

নিজের বড়াই করিতে নাই; কিন্তু স্বভাবত আমি যে একজন সাহসী পুরুষ, সে পরিচয় বোধহয় আর আপনাদিগকে দিতে হইবে না। প্রকৃত রাক্ষস না হউক, রাক্ষসের মত তো বটে? সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের হাতে পড়িয়াও আমি ধৈর্য ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাই আমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয়। আপনারা হইলে ভয়ে হয়ত কত কি করিয়া ফেলিতেন। তাহার পর বলিলে হয়ত আপনারা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্য বলিতেছি কিছুমাত্র ভয় না করিয়া রাক্ষসের মুখোস আমি টিপিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, আমার কত সাহস!

যখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে সে বস্তুটা মুখোস বটে, রাক্ষসের মুণ্ড বা অন্য কোন ভয়াবহ পদার্থ নহে, তখন আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিয়া আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী জন্য আপনার পুত্রকে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘সে অনেক কথা। বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার সময় নাই। আপাতত আমরা ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিপদ কোথা হইতে আসিবে?’

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘আমার পুত্রের নাম মিহির। মিহির এক খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে সে ঘটনা ঘটিয়াছে। মিহির সে লোককে খুন করে নাই; কিন্তু সমুদয় দোষটি তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। সেজন্য এই দুই বৎসর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে পথে-পথে ফিরিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, বাবা আমার কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে অতি গোপনে সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমাদের নিকট আসিতে তাহাকে আমি বার-বার মানা করিয়াছি; কিন্তু আমাকে, তাহার গর্ভধারিণীকে ও তাহার ভগিনীকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না। মিহির যদি আজ ধরা পড়ে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার ফাঁসি হইবে। কারণ সে যে খুন করে নাই, সে যে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে যদি তুমি কোনওরূপে সহায়তা করিতে পার সেইজন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।’

আমি বলিলাম, ‘ঘরে তলোয়ার আছে? থাকে তো দিন, আমি লড়াই করিব।’

পাল মহাশয় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, ‘তুমি পাগল নাকি? কাহার সহিত তুমি লড়াই করিবে? পুলিশের সহিত লড়াই করিবে?’

BANGLADARSHAN.COM

আমায় ভয় হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘পুলিশ এ স্থানে কী করিয়া আসিবে? পুলিশ কী করিয়া জানিবে যে আপনার পুত্র মিহির এ বাটিতে আসিয়াছে?’

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘তাহাই তো ভয়! সেই বিপদেই তো এখন আমি পড়িয়াছি; আর সে জন্যই তো তোমাকে আমি ডাকিয়াছি। কী করিব, কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। পুলিশের লোক এখনি হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইবে। নিয়োগী থানায় খবর দিতে গিয়াছে!’

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম, ‘নিয়োগী!’

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘হ্যাঁ নিয়োগী। তাহার পুত্র বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বেচুর এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না। সেই কথা শুনিয়া আমার উপর নিয়োগীর অতিশয় রাগ হইয়াছে। সে দেখিয়াছে আমার পুত্র মিহির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমার বাটিতে আসিয়াছে। নিয়োগী সেই খুনের কথা সমুদয় অবগত আছে। তাহার পুত্র ও আমার পুত্র হুগলিতে এক বাসায় থাকিয়া লেখা-পড়া করিত, সেই বাসাতেই এই খুন হয়। নিয়োগী-পুত্রের পরামর্শে ও সহায়তায় আমার পুত্র পলায়ন করে। আজ রাত্রিতে মিহিরকে আসিতে দেখিয়া সে থানায় সংবাদ দিতে গিয়াছে।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনি কী করিয়া জানিলেন যে সে থানায় খবর দিতে গিয়াছে।’

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘নিয়োগীর পুত্র বেচু আসিয়া আমাকে এইমাত্র বলিয়া গেল। বেচু এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। তথাপি লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে সে এইমাত্র আসিয়াছিল। তাহার পিতা যে ঘোর অন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা বোধহয় সে বুঝিতে পারিয়াছে। সেজন্য আমাকে সে সকল কথা বলিয়া গেল।’

আমি বলিলাম, ‘মিহির এইবেলা অশ্বত্থ গাছ দিয়া পলায়ন করুক না কেন?’

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘ তাহার জো নাই। বেচু বলিয়া গেল যে সদর দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। সেদিক দিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে গলির রাস্তায় এই জানালার পার্শ্বে যেদিকে অশ্বত্থ গাছ রহিয়াছে, সে স্থানে নিয়োগীর বন্ধু দালাল দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। দুই পথে দুইজনকে পাহারা রাখিয়া নিয়োগী থানায় গিয়াছে।’

আমি বাটির উত্তর ও পূর্বদিক পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই দুইদিক একেবারে ভগ্ন; সে-দুইদিক দিয়া পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। তাহার পর আমি ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সিঁড়িও একেবারে ভগ্ন; ছাদে উঠিবার উপায় নাই। পলায়ন করিবার কোন উপায় আমি দেখিতে পাইলাম না।

মিহির এতক্ষণ মাতার নিকট বসিয়া ছিল। খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন দিয়াছিলেন, মিহির খাইতে অস্বীকার করিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে জেদ করিতেছিলেন। মাতার অনুরোধে মিহির সন্দেশ ভাঙিয়া একটু মুখে দিয়া জল পান করিল। তাহার পর সে মাতাকে বুঝাইতে লাগিল।

BANGLADARSHAN.COM

মিহির বলিল, ‘মা! তুমি জননী! আমার দেবতা! তোমার সাক্ষাতে আমি সত্য বলিতেছি যে আমি সে ছোকরাকে খুন করি নাই। দুইজনে আমরা এক ঘরে থাকিতাম। চিরকাল তাহাতে আমাতে বড় ভাব ছিল। বাবার সহিত তাহার বাপের মোকদ্দমা আরম্ভ হইলেও তাহাতে আমাতে ভাব যায় নাই। তবে, যে রাত্রিতে খুন হয়, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাতে আমাতে একটু বচসা হইয়াছিল। কিন্তু সে অন্য কথা লইয়া, মোকদ্দমার কথা নয়। যাহা হউক, সে ঝগড়া কোন কাজের নয়, কথার তর্ক-বিতর্ক মাত্র। তাহার পর আমরা একসঙ্গে কত কথা কহিলাম, একসঙ্গে আহার করিলাম, এক ঘরে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইল। বাহির হইতে আসিয়া পুনরায় ঘরের ভিতর যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর সেই সময় বেণীর বিছানার নিকট হইতে কিরূপ একটা ঘড়-ঘড় শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। যে ছোকরা খুন হইয়াছে, তাহার নাম বেণী ছিল। আমি ভাবিলাম, বেণী বুঝি কিরূপ কুভাবে শয়ন করিয়াছে, তাই সে এইরূপ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিব, এইজন্য আমি সেই অন্ধকার ঘরে তাহার বিছানার দিকে যাইতে লাগিলাম। সহসা পায়ে মানুষের পা ঠেকিয়া গেল। তখনও আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করি নাই। তখন আমি ভাবিলাম যে, বেণী ঘুমের ঘোরে তক্তাপোষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। বেণী, বেণী বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার গলা দিয়া সেই ঘড়-ঘড় শব্দ হইতেছে; আর সেই সময় আমার পায়ে জল অপেক্ষা ঘন কি-সব লাগিয়া গেল। আমি চিৎকার

করিয়া উঠিলাম। পাশের ঘরে নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ও আর আর ছোকরারা ছিল। কিন্তু আমার চীৎকার শুনিয়া কেবল বেচু একেলা দৌড়িয়া আসিল। সঙ্গে সে দিয়াশলাই আনিয়াছিল। সে দিয়াশলাই জ্বালিল। সেই আলোতে বেণীকে আমি তাহার তক্তাপোষে শয়ন করাইলাম। আর সেই সময় দেখিলাম যে, তাহার বুকে কে ছুরি মারিয়াছে; বুক হইতে ছলকে ছলকে রক্ত বাহির হইতেছে, তাহাতে আমার জামা কাপড় রক্তে রক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝেতে যে স্থানে বেণী পড়িয়াছিল সে স্থানে অনেক রক্ত জমা হইয়াছিল। সেই রক্ত আমার পায়ে লাগিয়া গিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ঘরের ভিতর আসিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া মনে করিল যে আমি বেণীকে খুন করিয়াছি। সেইজন্য বেচু আমাকে বলিল, চুপ্! গোল করিও না! কিন্তু মিহির, এ তুমি কী করিয়াছ? বেণীকে তুমি খুন করিয়াছ? সন্ধ্যাবেলা তাহার সহিত তোমার ঝগড়া হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাকে খুন করিয়াছ? না, ইহার বাপের কাছ হইতে যে একশত টাকার নোট আসিয়াছে তাহার জন্য তুমি ইহাকে খুন করিয়াছ? আমি বলিলাম, ও কী কথা বেচু! আমি ইহাকে খুন করিয়াছি? আমি যদি খুন করিব, তবে চিৎকার করিয়া লোক ডাকিতে যাইব কেন?–বেচু বলিল, দেখ মিহির, তোমার সেকথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। তোমরা দুইজনে এক ঘরে থাক। তোমার সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল,–তোমার গায়ে রক্ত,–আর একি! এই বলিয়া ঘরের মেঝে হইতে বড় একখানি ছুরি সে তুলিয়া লইল। ছুরিখানি রক্তমাখা ছিল। সে ছুরি আমার। ঘরের একপার্শ্বে ছোট টেবিল ছিল। তাহার উপর কাগজ, কলম, পুস্তক প্রভৃতির সহিত আমার সেই ছুরিখানাও থাকিত। ছুরিখানা হাতে লইয়া বেচু বলিল, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না! শীঘ্র তুমি পলায়ন কর! আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তখন বেচু বলিল, ও কী কর! ওরূপ রক্তমাখা কাপড়ে বাহিরে যাইও না। এখনি তোমাকে চৌকিদারে ধরিবে। এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া আপনার ঘরে গেল। তাহার একখানি কাপড় আনিয়া আমাকে দিল। সেই কাপড় পরিয়া আমি পলায়ন করিলাম। সে রাত্রিতে বেচু আমার উপকার করিয়াছে। আজও দেখ, সে আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মা! এখন বোধ হইতেছে যে পলায়ন করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। যখন আমি অপরাধ করি নাই, তখন কী জন্য যে আমি পলায়ন করিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আর কতকাল কাটাইব! ইহা অপেক্ষা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া মরাই আমার পক্ষে ভাল। তোমাদিগকে না দেখিয়া আর পথে পথে ফিরিতে পারি না! আর কষ্ট ভোগ করিতে পারি না, মা!’

BANGLADARSHAN.COM

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। পাল মহাশয়ের কন্যা কাঁদিতে লাগিল। পাল মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল, আমারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মিহির পুনরায় বলিল, ‘আজ আর পলাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহার জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। পথে-পথে আর বেড়াইতে পারি না!’

এরূপ বলিতে বলিতে মিহির দেখিল যে তাহার পিতা মাতা ও ভগিনী সকলেই অতিশয় কাঁদিতেছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া সে পুনরায় বলিল, ‘মা, কাঁদিও না। তুমি ভয় করিও না। ভগবান মাথার উপর আছেন। বিনা দোষে আমাকে ফাঁসি যাইতে দিবেন না।’

আমার নিজের সম্বন্ধে এই সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। মিহিরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করিয়া উঠিল। কেন বলিতে পারি না, কিন্তু এই সময় হইতে আমার স্বভাব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

পাল মহাশয় বলিলেন, ‘প্রাণ থাকিতে তোমাকে আমি ধরা দিতে দিব না। পলাইবার কোন উপায় কি নাই?’

এই সময় বাটির নিম্নে অন্দর দরজায় সবলে কে আঘাত করিতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল।

শশব্যস্ত হইয়া আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পাল মহাশয় বলিলেন, ‘ঐ পুলিশ আসিয়াছে!’

পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। মিহির পুনরায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। মিহির বলিল, ‘ভয় নাই মা! কাঁদিও না। অন্তর্যামী ভগবান জানেন যে আমি দোষী নই। তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।’

দরজায় অতি সবলে আঘাত হইতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল।

পাল মহাশয় বারান্দায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে ও? দরজা ভাঙে কে?

বাহির দিকে নিচে হইতে কে উত্তর দিল, ‘আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলিয়া দাও।’

পাল মহাশয় বলিলেন, ‘রাত্রি প্রায় একটা বাজে। এ ঘোর রাত্রিতে আমি দরজা খুলিয়া দিতে পারি না। যদি তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আসিও, তখন দ্বার খুলিয়া দিব। রাত্রিকালে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার আইন নাই।’

BANGLADARSHAN.COM

পুলিশের লোক উত্তর করিল, ‘দ্বার খুলিয়া দাও। যদি না খুলিয়া দাও তাহা হইলে দ্বার আমরা ভাঙিয়া ফেলিব। তোমার ঘরে খুনী আসামী আছে।’

পাল মহাশয় বলিলেন, ‘আমার ঘরে খুনী আসামী কোথা হইতে আসিবে? এ ঘোর রাত্রিতে আমি দ্বার খুলিয়া দিব না;–তোমরা পুলিশের লোক হও আর যেই হও।’

তাহারা দ্বার যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, ‘কী সর্বনাশ হইল! আর কোন উপায় নাই! মিহির এইবার ধরা পড়িল! সর্বনাশ হইল!’

মিহিরের এক হাত মা ধরিয়াছিলেন ও অপর হাত ভগিনী ধরিয়াছিল। মিহিরকে মাঝখানে রাখিয়া দুইজনে পার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছিলেন। পাল মহাশয়ের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভগিনী সহসা মিহিরের হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতাকে সে বলিল, ‘বাবা! নিচে গিয়ে পুলিশের লোককে তুমি দরজা খুলিয়া দাও। আমি মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।’

কন্যার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম।

কন্যা ধীর-গম্ভীর স্বরে ভ্রাতাকে বলিল, 'দাদা, উঠ। মদনবাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার বিছানায় তুমি শয়ন কর। বারান্দার দ্বারে ওদিক হইতে তুমি শিকল দিয়া দাও, এদিক হইতে সেই দ্বারে আমি খিল দিতেছি।'

পাল মহাশয়ের কন্যা তাহার পর মাদুরের উপর হইতে সেই রাক্ষসের মুখোস ও পরচুল তুলিয়া লইল। স্বহস্তে সেই মুখোস ও সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ সে আমার মুখে পরাইয়া দিল।

সকলে তাহার অভিসন্ধি তখন বুঝিতে পারিল! পাল মহাশয় বলিলেন, 'রাধারানী মা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধিবলে ও ভগবানের কৃপায় মিহির বোধহয় এবার নিষ্কৃতি পাইবে। মিহির! উঠ বাবা! শীঘ্র মদনবাবুর ঘরে তুমি গমন কর!'

পাল মহাশয়ের কন্যার নাম রাধারানী।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাধারানী মিহিরকে আমার ঘর দেখাইয়া দিল। ভিতরবাটি হইতে বাহির-বাটিতে গমন করিয়া মিহির প্রথম বারান্দার দ্বারে শিকল দিল। তাহার পর আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ঘরেরও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে সে আমার বিছানায় শয়ন করিল।

BANGLADARSHAN.COM

দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় এখনও নিচে গমন করেন নাই। রাধারানী সে জন্য পুনরায় তাঁহাকে বলিল, 'বাবা! তুমি নিচে গিয়া পুলিশের লোককে দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বার খুলিতে কিন্তু একটু নলপাত করিও। উপরে কেবল তোমার ঘরের দ্বার খোলা থাকুক। প্রদীপ নিভাইয়া মা ও আমি অন্য ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করি।'

পাল মহাশয় প্রথম বারান্দায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুলিশের লোককে বলিলেন, 'আপনাদের আর কষ্ট করিতে হইবে না। এখনি নিচে গিয়া আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।'

এই বলিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি নিচে নামিতে লাগিলেন।

এখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম, 'এ মন্দ কথা নয়! রাক্ষসের হাত হইতে কত কষ্টে পরিত্রাণ পাইলাম, এখন দেখিতেছি আমার ফাঁসির জোগাড় হইতেছে! নিয়োগী মহাশয় পুলিশকে নিশ্চয় বলিয়াছেন যে রাক্ষসের সাজে সাজিয়া খুনি আসামী বাটিতে আগমন করে। সুতরাং পুলিশ আসিয়াই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহার পর আমাকে থানায় লইয়া যাইবে। তাহার পর আমার নামে মোকদ্দমা করিবে। তাহার পর আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে। আমাকে দিয়া রাধারানী ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি সামান্য মেয়ে নয়!

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মিহিরের সেই দুঃখের কাহিনী আমার স্মরণ হইল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—'ছি, মদন! তুমি না এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে আজ হইতে আর পাগলামি

করিবে না—আর কখনও কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে না? আজ হইতে তুমি তোমার স্বভাব পরিবর্তন করিবে? ছি মদন! তোমার কি লজ্জা নাই?’

ভ্রাতাকে আমার ঘর দেখাইয়া দিয়া বারান্দার দ্বারে ভিতর হইতে খিল দিয়া রাধারানী পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিল, ‘ভয় করিবেন না। আপনি যে দাদা নহেন, তাহা জানিতে পারিলেই পুলিশ আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি শীঘ্র পরিচয় দিবেন না। যত বিলম্ব করিতে পারেন ততই ভাল। কারণ, বিলম্ব হইলে দাদাকে সরাইতে আমরা সময় পাইব।

রাধারানীর বচনে আমার মন আশ্বাসিত হইল। আমিও তখন মনে-মনে বুঝিয়া দেখিলাম যে, সত্য বটে, আমাকে কেন তাহারা ফাঁসি দিবে? আমি যে মিহির নই, জানিতে পারিলেই তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিবে। আমার নাম-ধাম প্রকাশ করিতে আমি যত পারি তত বিলম্ব করিব।

রাধারানী পুনরায় বলিল, ‘আপনার এ ঘরে থাকা উচিত নহে। আপনাকে অন্যস্থানে যাইতে হইবে। আসুন।’

রাধারানীর সহিত সে ঘর হইতে আমি বাহির হইলাম। চক্ষুর উপরে মুখোসে দুইটি গোল ছিদ্র ছিল। তাহা পূর্বে রাক্ষসের ভয়াবহ, চক্ষুকোটর বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। সেই ছিদ্র দিয়া আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। তেতলায় উঠিবার নিমিত্ত পূর্বে যে স্থানে সিঁড়ি ছিল; তাহার পার্শ্বে সামান্য একটু নিভৃত অন্ধকারময় স্থান ছিল। সে স্থানে যে ভগ্ন প্রাচীর আছে তাহার কোণে বসিলাম। ঘর হইতে রাধারানী মাদুরটি তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই মাদুর দিয়া সে আড়াল করিয়া দিল। মাদুরের অন্তরালে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। নানারূপ আশ্বাস-বাক্য আমাকে প্রবোধ দিয়া রাধারানী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাচীরের কোণে মাদুরের আড়ালে বসিয়া শব্দ শুনিয়া সমুদয় ঘটনা আমি বুঝিতে পারিলাম। পাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন। সে শব্দ আমি পাইলাম। অনেকগুলো লোক বাটির ভিতর প্রবেশ করিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। সাত-আট জন লোক তর-তর করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। সে পাল মহাশয়ের তিনটি ঘর পাঁতি-পাঁতি করিয়া তাহারা খুঁজিতে লাগিল; সে শব্দও আমি পাইলাম। অবশেষে দুইজন লোক আমার দিকে আসিতেছে, পদশব্দে তাহাও আমি বুঝিলাম।

যে স্থানে আমি লুক্কায়িত ছিলাম, দুইজন লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোল লণ্ঠনের প্রখর আলোক তাহারা মাদুরের উপর ধরিল। তাহার পর একজন অগ্রসর হইয়া মাদুরটি সরাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই দুইজন লোক একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, ‘আসামী পাইয়াছি। আসামী পাইয়াছি!’

সেই কথা শুনিয়া পুলিশের অন্যান্য লোক সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল তাহাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ আমার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। ঘরের ভিতর পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একজন পুলিশের লোক আমার মুখ হইতে রাক্ষসের মুখোস খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু

তাহাদের যিনি কর্তা তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'উহুঁ! মুখোস খুলিও না। এই অবস্থাতেই ইহাকে সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।'

আমি থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাহেবের সম্মুখে আমার মুখোস খোলা হইল কিন্তু পরচুলের দাড়ি গোঁফ যেমন তেমনি রহিল। থানার সাহেব আমাকে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি কোন উত্তর করিলাম না। আমাকে গারদে কয়েদ করিয়া রাখা হইল!

গারদে আমি বসিয়া আছি এমন সময়ে বাহিরে নিয়োগীর গলার শব্দ পাইলাম। নিয়োগীর সহিত পুলিশের যে কথাবার্তা হইল তাহাতে আমি বুঝিলাম যে মিহিরকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা ছিল। নিয়োগী সেই পুরস্কারের প্রার্থনা করিলেন। পুলিশের লোক বলিল, 'রও! আগে ইহার মোকদ্দমা হউক, তাহার পর তুমি সে পুরস্কার পাইবে।' সেই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

পুলিশের লোক পরদিন আমাকে আর-একজন সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সাহেবও আমাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিলাম না।

হুগলীতে সেই খুন হইয়াছিল। আমাকে হুগলীতে লইয়া গিয়া সে স্থানের পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সাহেব আজ্ঞা করিলেন। দুইজন পুলিশের লোক আমাকে হুগলীতে লইয়া চলিল। আমরা তিনজনে রেলগাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আমার হাতে হাতকড়ি ছিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে কৌশল করিয়া আমি সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ খুলিয়া চুপি-চুপি গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। পরক্ষণেই পুলিশের লোক আমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে যে পরচুল, তাহা বোধ হয় তাহারা জানিত না। তাহারা বলিল, 'তুই একজন পাকা বদমায়েস!'

যথাসময়ে আমরা হুগলীর থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কলকাতা পুলিশের লোক হুগলী পুলিশের হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। হুগলী থানার একজন কর্মচারী মিহিরকে জানিত। সে তখন থানায় উপস্থিত ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিল, 'মিহির পাল! এ কেন মিহির পাল হইবে?'

এই কথা শুনিয়া থানার দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি কে?'

এইবার আমার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। আমি বলিলাম, 'আমি মদন ঘোষ।'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মদন ঘোষ আবার কে?'

নাম ধাম প্রভৃতি বলিয়া আমি আমার সমুদয় পরিচয় প্রদান করিলাম। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকল লোকই ঘোরতর বিস্মিত হইল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কলিকাতা পুলিশ তোমাকে ধরিয়া আনিল কেন? আর মিহির বলিয়া তোমাকে এ স্থানে দিয়া গেল কেন?'

BANGLADARSHAN.COM

আমি উত্তর করিলাম, ‘পাল মহাশয় ও আমি এক বাটিতে বাস করি। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে। তামাসা-ছলে রাক্ষসের মত মুখোস পরিয়া পরিবারবর্গকে আমি ভয় দেখাইতে গিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় কলিকাতা পুলিশের লোক আমাকে মিহির মনে করিয়া ধৃত করিল।’

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কলিকাতার থানায় তুমি আপনার পরিচয় প্রদান কর নাই কেন?’

আমি বলিলাম, ‘ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম।’

যাহা হউক, হুগলীর পুলিশের লোক আমাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল না। সে স্থানের সাহেবের নিকট আমাকে লইয়া গেল। আরও দুই দিন ধরিয়া ভালরূপে তদন্ত করিল। হুগলীর যে সমুদয় লোক মিহিরকে জানিত তাহাদিগকে আনিয়া আমাকে দেখাইল। পাল মহাশয়ের গ্রামের কয়েকজন লোককে আনিয়া আমাকে দেখাইল। যখন সকলেই বলিল যে আমি মিহির নই, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিল।

তিন দিন পরে অপরাহ্নে আমি আমার কলিকাতার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পাল মহাশয় এখানে নেই। যে রাত্রিতে তাঁহার পুত্র ধরা পড়িল, সেই রাত্রিতেই সপরিবারে তিনি এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের মোকদ্দমার তদ্বির করিবার নিমিত্ত তিনি বোধ হয় হুগলী গিয়াছেন।

BANGLADARSHAN.COM

পাল মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, বিছানায় শুইয়া সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম।

কয়দিন অনুপস্থিতির পর আমি অফিস যাইলাম। অফিস হইতে আসিয়া বাসার সকলকে আমি পাল মহাশয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কেহই আমাকে বলিতে পারিল না। রবিবার দিন আমি পুনরায় হুগলীতে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। সে অনুসন্ধান নিষ্ফল হইল। তাহার পর আর একদিন রবিবার তাঁহার গ্রামে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইলাম। কিন্তু সে গ্রামেও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

একদিন বেলা নয়টার সময় আমি অফিস যাইতেছি, এমন সময় বেচু আমাকে তাহার নিকট ডাকিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

বেচু আমাকে বলিল, ‘মদনবাবু। আপনাকে আমি একটি বড় গোপন কথা বলিব। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত আজ কয়দিন ধরিয়া আমি সুযোগ খুঁজিতেছি; কিন্তু পিতার ভয়ে আমি বলিতে পারি নাই। আজ পিতা আমাদের গ্রামে গিয়াছেন। সেইজন্য আপনাকে ডাকিলাম।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কী কথা?’

বেচু বলিল, 'যে কথা বলিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে ডাকিয়াছি, বড় বিষম সে কথা। কী করিয়া আপনাকে বলিব, তাই ভাবিতেছি। আজ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঘোর অনুতাপিত হৃদয়ে আমি ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। যখন সেদিন মিহিরের আগমন-সংবাদ পিতা পুলিশকে দিতে গেলেন, সেদিন মরিতে মরিতে অতি কষ্টে আমি পাল মহাশয়কে গিয়া সাবধান করিলাম। মিহিরের আমি সর্বনাশ করিয়াছি। আমি ভাবিলাম যে, নিরপরাধ মিহিরকে যে আমার সাক্ষাতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না।'

বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মিহিরের আপনি সর্বনাশ করিয়াছেন? মিহিরের আপনি কী করিয়াছেন?'

নিয়োগী-পুত্র বলিল, 'যে খুনের জন্য মিহির পথে পথে ফিরিতেছে, যে খুনের জন্যে তাহার ফাঁসি হইবার সম্ভাবনা, খুন সে করে নাই, সে খুন আমি করিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'কী!!! সত্য?'

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল, 'সম্পূর্ণ সত্য। মিহির, আমি আর সেই ছোকরা,—তাঁহার নাম বেণী,—আরও তিন চার জন, হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সকলেই আমরা এক জাতি। আমরা সকলে পরস্পরের কুটুম্ব ও পরিচিত। মিহির ও বেণী এক ঘরে থাকিত। পাল মহাশয়ের সহিত বেণীর পিতার ভূমি সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়। কিন্তু তাহাতে মিহির ও বেণীতে যে সদ্ভাব ছিল, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পরীক্ষায় টাকা ও অন্যান্য খরচের নিমিত্ত বেণীর পিতা একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতে বেণী সেই টাকাগুলি বিছানায় আপনার শিয়রদেশে বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিল। আমার পিতা ধনবান ব্যক্তি নহেন। খরচের টানাটানি আমার সর্বদাই থাকিত। সেই টাকাগুলি দেখিয়া আমার লোভ হইল। দৈবের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। সেইদিন রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আমি বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় মিহির ও বেণী যে ঘরে থাকে সে ঘরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া আমিও আস্তে আস্তে আমার ঘরের দ্বার খুলিলাম। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, গাড়ু হাতে লইয়া মিহির বাহিরে গেল। আমি ভাবিলাম, উত্তম সুবিধা হইয়াছে। দেখি, বেণীর বালিশের নিচে হইতে নোটগুলি লইতে পারি কি না। এই মনে করিয়া আমি আস্তে আস্তে তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, নিঃশব্দে বেণীর বিছানার নিকটে গিয়া আমি নোটগুলি লইতে পারিলাম। নোট লইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, আর বেণী সেই সময় জাগিয়া উঠিল।—চোর! চোর! এই কথা বলিয়া আমাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল।'

এতদূর বলিয়া বেচু আর বলিতে পারিল না। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া অতি দ্রুতভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল। 'জল!' এই কথা বলিয়া সে আমাকে গেলাস দেখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি জলের গেলাস লইয়া আমি তাহার মুখে ধরিলাম।

জল পান করিয়া বেচু কিছু সুস্থ হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সে বলিতে আরম্ভ করিল—

BANGLADARSHAN.COM

'আমাকে ধরিয়া চোর বলিয়া বেণী পুনরায় চিৎকার করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম ও সেখান হইতে পলায়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বেণী আমাকে সহজে ছাড়িল না। সেই ঘরের দেওয়ালের নিকট সামান্য একটি মেঝে ছিল। তাহার উপর বেণী ও মিহিরের পুস্তক, কাগজ-কলম ইত্যাদি থাকিত। মিহিরের বড় একখানি ছুরি ছিল। ছুরিখানি সর্বদাই এই মেঝের উপর পড়িয়া থাকিত। অন্ধকারে বেণীর সহিত জড়াজড়ি করিতে করিতে ক্রমে আমি সেই মেঝের উপর গিয়া পড়িলাম। দৈবের ঘটনা। আমার দক্ষিণ হাতটি মেঝস্থিত ঠিক সেই ছুরির উপর পড়িল। তখনও বেণী আমাকে সবলে ধরিয়া ছিল। তাহাকে যে খুন করিব সে ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু কোনরূপে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া সেই ছুরি তাহার বুকে মারিয়া বসিলাম।—বাপ! বলিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। আমি পলায়ন করিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। হায় হায়। এক মিনিট পূর্বে আমি একজন সাধু, সচ্চরিত্রবান যুবক ছিলাম, এক মিনিটের মধ্যে আমি চোর, খুনে নরপিশাচ হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মিহির ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম যে বেণী মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহাকে তুলিতে গিয়া মিহিরের শরীর ও কাপড় রক্তে আরক্ত হইয়া গিয়াছে ও সেই স্থানে মিহিরের ছুরি পড়িয়া আছে। ইহা ব্যতীত সেইদিন বৈকালবেলা বেণী ও মিহিরের কিছু বচসা হইয়াছিল আমি মনে করিলাম, ভাল হইয়াছে। এ দোষ সম্পূর্ণরূপে মিহিরের উপর আরোপিত হইতে পারিবে, আর তাহা হইলে আমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবার নিমিত্ত মিহিরকে আমি পরামর্শ দিলাম। মিহির সে সময় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আমার কথা-মত কার্য করিল। আমার একখানা কাপড় পরিধান করিয়া সে পলায়ন করিল। তাহার পলায়ন, তাহার পরিত্যক্ত কাপড়, তাহার রক্তাক্ত ছুরি, পূর্বদিন বেণীর সহিত তাহার বিবাদ, এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পুলিশ তাহাকেই দোষী বলিয়া স্থির করিল, অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিল না। সে খুনের প্রকৃত বিবরণ এই আমি আপনাকে বলিলাম।'

BANGLADARSHAN.COM

আমার অফিস-গমন ঘুরিয়া গেল। বেচুকে আমি বলিলাম, 'এ রোগে আপনার মৃত্যু নিশ্চয় তাহার অধিক বিলম্বও নাই। আজ হউক, কাল হউক, পরশু হউক, শীঘ্রই আপনাকে ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইতে হইবে। নিজের এরূপ গুরুতর অপরাধ অন্যের ঘাড়ে দিয়া কোন্ মুখে আপনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এ সকল কথা কেবল আমাকে বলিলে হইবে না।'

বেচু জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে আর কী করিতে বলেন?'

আমি উত্তর করিলাম, 'এ সকল কথা আপনাকে পুলিশের নিকট বলিতে হইবে।'

বেচু বলিল, 'তবে শীঘ্রই পুলিশের লোককে আপনি ডাকিয়া আনুন। আমার পিতা প্রত্যাগমন করিতে না করিতে আপনি এ কাজ করুন। আমি বেণীকে খুন করিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না; এ কথা শুনিলে তিনি আমাকে কিছুতেই বলিতে দিবেন না।'

আমি তৎক্ষণাৎ থানায় দৌড়িয়া যাইলাম। থানার লোক আসিয়া নিয়োগী পুত্রের সমুদয় বিবরণ লিখিয়া লইল। তাহার পর পুলিশের কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘বেণীর নিকট হইতে যে নোট তুমি লইয়াছিলে, তাহা কি তুমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছ?’

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল, ‘একখানি পঞ্চাশ টাকার ও পাঁচখানি দশ টাকার নোট ছিল। দশ টাকার পাঁচখানি ভাঙাইয়া আমি খরচ করিয়াছি; কিন্তু পঞ্চাশ টাকার নোটখানি নম্বরী বলিয়া তাহা ভাঙাইতে সাহস করি নাই। সে নোট এখনও আমার নিকট আছে।’

এই বলিয়া বেচু তাহার তোরঙ্গের চাবি আমাকে দিল ও যে কোণে নোটখানি ছিল তাহা আমাকে বলিয়া দিল। নোটখানি বাহির করিয়া আমি পুলিশের হাতে দিলাম। ইহার কিছুদিন পরে নম্বর দেখিয়া প্রমাণ হইল যে, ইহা বেণীর পিতার প্রেরিত সেই নোট বটে।

পুলিশ বেচুকে থানায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি ও বেচু দুইজনেই আপত্তি করিলাম। কিন্তু পুলিশ সে কথা শুনিল না। পাল্‌কি করিয়া বেচুকে তাহারা লইয়া চলিল। দুধ, জল, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া আমিও সঙ্গে চলিলাম। থানা হইতে পুলিশ তাহাকে আদালতে লইয়া গেল। সাহেবের নিকট পুনরায় তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিতে হইল। সাহেব তাহাকে জেলখানার হাতপাতালে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। নিজের খরচে আমি উকিল দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে খুনী আসামী, জামিন হইল না।

BANGLADARSHAN.COM

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়া-চাড়া, তাহার উপর ঘোরতর মনের আবেগ, এই সমুদয় কারণে আমি দেখিলাম যে, বেচুর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইয়া আসিতেছে। অপরাহ্নে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য ঘটিল। এ অবস্থায় জেলখানায় তাহাকে গাড়ি করিয়া লইয়া যাইতে পুলিশ সাহস করিল না। পাল্‌কিতে আস্তে আস্তে তাহাকে লইয়া চলিল। দুইজন পুলিশ-কর্মচারী সঙ্গে চলিল। পাল্‌কির উপর হাত রাখিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রোগীর মুখের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গড়ের মাঠে গিয়া রোগীর চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। এক নিভৃত বৃক্ষতলে আমি পাল্‌কি নামাইতে বলিলাম। তাহার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বেচুর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহার মুখে বিন্দু-বিন্দু জল দিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম।

এবার আমার পানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বেচু এই কয়টি কথা বলিল, ‘মদনবাবু! আমি চলিলাম। রাধারানীকে আপনি বিবাহ করিবেন। আপনি সংসারী হইবেন।’

তাহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল! আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

বেহারাগণ তাহার মৃতদেহ জেল খানায় লইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। আমি মনে করিলাম যে মৃতদেহ দিবার অনুমতি হইলে আমি লোক ডাকিয়া আনিব। এইরূপ মনে করিয়া আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিয়োগী মহাশয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় পৌঁছিয়া তিনি সমুদয় ঘটনা শুনিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি থানায় ও থানা হইতে আদালতে গিয়াছিলেন। আদালত হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

পাল মহাশয়ের ও তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সহিত যাহাদের আলাপ পরিচয় ছিল, একে-একে সকলকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান আমাকে বলিয়া দিতে পারিল না। মিহির নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, আর লুক্কায়িত থাকিবার আবশ্যক নাই, এই মর্মে দুইখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও কোন ফল হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত পুনরায় যে আমার দেখা হইবে; সে বিষয়ে আমি হতাশ হইলাম না; কারণ পাল মহাশয় সম্পত্তিশালী লোক, একদিন না একদিন তাঁহাকে দেশে আসিতেই হইবে। তাহা ব্যতীত, কলিকাতার বাসা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। কলিকাতার সেই তিনটি ঘরে তাঁহার জিনিস পত্র আছে। তাহাতে চাবি দিয়া গিয়াছেন। একদিন না একদিন কেহ সে দ্রব্যাদি লইতে আসিবে। এই প্রত্যাশায় আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম।

এইরূপে আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস পড়িল। সে বৎসর দারুণ বর্ষা হইয়াছিল। পথঘাট জলে জলময় ও কাদায় কর্দমময় হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্ন চারিটার সময় অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক উৎকলবাসী আমাকে একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সে পত্রে কেবল এই কয়টি কথা লেখা ছিল, ‘অনুগ্রহ করিয়া অতি গোপনে এই লোকের সহিত শীঘ্র আসিবেন। আসিলে আসল কথা জানিতে পারিবেন।’

BANGLADARSHAN.COM

পাল মহাশয় ও মিহিরের জন্য সর্বদাই আমার মন উদ্বিগ্ন ছিল। চিঠিখানি পাইবামাত্র আমার মনে হইল যে এইবার বোধহয় তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম। কালবিলম্ব না করিয়া আমি সেই লোকের সহিত চলিলাম। কলিকাতার যে অংশে অতি ঘন বসতি, উড়িয়া আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল। সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর সঙ্কীর্ণতর গলি, তাহার ভিতর একখানি খোলার বাড়িতে আমি প্রবেশ করিলাম। অতি কুৎসিত স্থান, দুর্গন্ধে নাড়ি উঠিয়া যায়। চারিদিক কাদায় ময়লায় পরিপূর্ণ। সেই বাটিতে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একখানি ঘর উড়িয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। ঘরের মেঝে নিতান্ত আর্দ্র, যেন জল সপ-সপ করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে সেই ভিজা মেঝেতে সামান্য একটি মাদুরের উপর গেরুয়া পরিচ্ছদ পরিহিত এক যুবক পড়িয়া আছে। ‘কে ও, মিহির?’ এই কথা বলিয়া আমি তাহার নিকট গিয়া বসিলাম।

মিহির আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। চিনিতে পারিলাম বটে, কিন্তু সে মিহির আর নাই; তাহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছেল; তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে মাঝে মাঝে অতি কষ্টের সহিত সে কাশিতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন করিতেও যেন তাহার বড় ক্লেশ হইতেছে। আমি পুনরায় বলিলাম, ‘মিহির।’

মিহির মৃদুস্বরে বলিল, ‘চুপ চুপ! আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, কেহ শুনিতে পাইলে এখনি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে!’

আমি বলিলাম, 'তবে তুমি এখনও সে কথা জান না? মিহির। সে ভয় আর কিছুমাত্র নাই! তুমি যে নিরপরাধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বেণীকে নিয়োগীপুত্র খুন করিয়াছিল, পুলিশের কাছে ও আদালতে সাহেবের কাছে সে তাহা স্বীকার করিয়াছে। তোমার আর কোন ভয় নাই।'

এই কথা শুনিয়া মিহির বলিল, 'আমাকে তুলিয়া বসাও। আমি উঠিতে পারি না।'

আমি মিহিরকে তুলিয়া বসাইলাম। আমার স্কন্ধে মাথা ও বক্ষস্থলে আপনার শরীর রাখিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার পর বেচুর আদ্যোপান্ত বিবরণ বার-বার সে আমার মুখ হইতে শুনিল। সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহার রোগ ও যাতনার যেন অনেকটা উপশম হইল, আর তাহার শরীরে যেন একটু বল হইল।

তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, 'মিহির! ভাই! তোমাকে আর ক্ষণকালের জন্য আমি এ স্থানে রাখিতে পারি না। এ স্থানে সহজে মানুষ মরিয়া যায়। তুমি ভয়ানক জ্বর ভোগ করিতেছ। বুকেও বোধহয় কিছু রোগ হইয়া থাকিবে। অতএব তোমাকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইব।'

মিহির উত্তর করিল, 'কী করিয়া তাহা হইবে! আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। এই সন্ন্যাসীবেশে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, আজ দশ দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই আমি শ্যামবাজারে গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পরদিন হইতে এই বিষম জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছি। সেই অবধি বিছানায় পড়িয়া আছি;—না ঔষধ, না পথ্য। গাড়িতে যাইতে পারিব না, পাল্‌কি করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ি কি পাল্‌কি ভাড়া কোথায় পাইব যে তোমার সহিত তোমার বাসায় যাইব? তবে, তুমি যদি গদাধর মোড়লের নিকট একবার যাইতে পার, তাহা হইলে হয়।'

BANGLADARSHAN.COM

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গদাধর মোড়ল কে?'

মিহির উত্তর করিল, তিনি বাবার বন্ধু, আমাদের স্বজাতি। কলিকাতায় তিনি ব্যবসা করেন। শ্যামবাজারে তাঁহার বাসা। তোমার সহায়তায় যে রাত্রে আমি পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই, সেইদিন বাবার নিকট যাহা কিছু নগদ টাকা ছিল তাহা তিনি আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—এ টাকা ফুরাইয়া গেলে তুমি গদাধর মোড়লের নিকট যাইবে, যখন যাহা আবশ্যক হইবে গদাধর তোমাকে দিবে। আমাকে কদাচ তুমি পত্র লিখিবে না। কারণ সেই পত্রের অনুসরণে পুলিশ তোমার সন্ধান পাইতে পারে।'

আমি বলিলাম, 'গদাধর মোড়ল বোধহয় তোমার পিতার ঠিকানা জানেন?'

মিহির উত্তর করিল, 'বোধহয় কেন? পিতার ঠিকানা তিনি নিশ্চয় জানেন।'

মিহিরকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইলাম! পরিষ্কৃত শুভ্র বসন পরাইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করাইলাম। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইলাম। ডাক্তার বলিলেন যে, 'মিহিরের পীড়া বড় কঠিন

হইয়াছে। তাহার বক্ষস্থলের দুইদিকেই প্রদাহ হইয়াছে।' যাহা হউক, তাহার ঔষধ ও পথ্যের আয়োজন করিয়া আমি সেই রাত্রিতেই গদাধর মোড়লের অনুসন্ধানে গমন করিলাম।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM